দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

১৪

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের স্থগিত গণবদলি সম্পর্কে

আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাইমারী শিক্ষক। ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল নিজ এলাকার বাইরে থাকিয়াই একাধিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছি। প্রথমাবধি প্রধান শিক্ষকের পদে আমার নিযুক্তি। সেহেতু বহু বিদ্যালয়ে আমাকে বদলি হইতে হইয়াছে। সে কারণে অনেক অনেক স্থানীয় সহকারী শিক্ষকের সাহচর্যে আসিতে হইয়াছে এবং তৎকারণে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিয়াছি তাহার উপর ভিত্তি করিয়া সামান্য কিছু কথা লিখিতে চাই।

বাংলাদেশ সরকার এ যাবৎ বসিয়া যে সব কারণে প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ উন্নয়ন ঘটাইতে পারেন নাই, সেগুলির ভিতরে শিক্ষা উপকরণের অভাব, সুপরিবেশের ঘাটতি এবং শিক্ষকদিগের উদাসীনতাই প্রধান বলিয়া পরিদর্শিত হইয়াছে। আমাদের গরিব দেশ। অর্থের অসচ্ছলতাহেতু সব রকম প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব নয় বটে, কিন্তু শিক্ষক ও তাদের বেতন তো দেওয়া হইতেছে। যে স্কেলে বেতন দেয়া হইতেছে নিয়োগকালে শিক্ষক তাহাতে স্বীকৃত হইয়াই কাজে যোগদান করিতেছেন। তবে কেন তাহারা সাধ্যের ভিতর যেটুকু করা সম্ভব তাহাতে যত্নবান হইবেন না? এ প্রশ্নের একটাই মাত্র উত্তর এবং তাহা হইল শিক্ষকদিগের সততার অভাব। স্থানীয় শিক্ষকগণ শিক্ষকতাটাকে একটা অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ বলিয়া মনে করেন। মূল পেশা তাহাদের হয় ডাক্তারি না হয় দোকানদারি, তেজারতি, জমিজমা এমন কি রাজনীতি পর্যন্ত।

শিক্ষকদিগের উল্লেখযোগ্য বেতন বৃদ্ধির পর হইতে কোন স্বল্প মধ্যবিত্তের ঘরের ছেলে শিক্ষকতা পায় নাই বলিলেই চলে। পাইয়াছে সকলই প্রায় উচ্চ মধ্যবিত্ত বা সচ্ছল সম্পদের অধিকারীরা। কারণ নিশ্চয়ই উল্লেখ না করিলেও বোধগম্য হইবে আশাকরি। কাজেই লোকাল প্রশাসন তাহাদের হাতের মুঠায় এবং ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। এক্ষেত্রে নিজের থানায় শিক্ষকতা করা যাইবে না এরকম নিয়ম থাকিলে হয়ত কর্তব্যবিমুখ শিক্ষকগণের কর্মমুখী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। গত গণবদলীর সংবাদে খানিকটা অনুরূপ কাজ হইবার আশা করা গিয়েছিল। আবার তাহা স্থগিত হইবার কারণও বুঝিলাম না। লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের লক্ষ লক্ষ পরিবার, আবার সেই লক্ষ লক্ষ পরিবারের বহু লক্ষ ভোটার। এছাড়া তাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সব মিলেই তো বাংলাদেশের অর্ধেক। কাজেই এই বিরাট অংকের ভোটারদিগকে অসন্তুষ্ট করিতে কেহই চান না হয়ত। তাতে দেশে শিক্ষা গোল্লায় যাক না, তাতে আমাদের কি? আমাদের সন্তানেরা তো বহাল তবিয়তে কেউ ভারতে, কেউ ইংলন্ড আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিতেছে এবং দেশের ভবিষ্যৎ যোগ্য নেতা হইয়াই ফিরিবে।

নারায়ণ কৃষ্ণ দেবনাথ
বাসাবাটি, বাগেরহাট।